দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৩ JAN 2018
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষকদের বদলি প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে সব চাকরী বদলি যোগ্য। শুধু আমাদের স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার ক্ষেত্রে ভিন্ন। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন আর অবহেলিত নয়। এদেশে যতবারই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়েছে তার পেছনে আওয়ামী সরকারেরই বেশী অবদান রয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি শত বাধা বিঘ্নের মাঝেও বেসরকী শিক্ষকদের পে-স্কেলের অর্ন্তভুক্ত করে বিশাল সুনাম অর্জন করলেন। এখন এদেশের বেসরকারী শিক্ষকদের শতকরা ৮০ জনই চায় জাতীয়করন, সেই সাথে বদলি করন। প্রয়োজনে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমুদয় আয় সরকারী কোষাগারে জমা নিয়ে হলেও বদলী ও জাতীয়করণ করা হোক। বদলি প্রথা চালু হলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যেমন একদিকে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হবে অপর দিকে শিক্ষার মান বাড়বে। বেসরকারী শিক্ষকদের শতকরা ৯৮ জন স্থানীয় হওয়ায় তারা পেশী শক্তির বলে কোচিং বানিজ্য গড়ে তোলেছেন যার যার এলাকায়। এসব শিক্ষকরা বদলি হলে তারা আর কোচিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পাবেন না। কোন কোন প্রধান শিক্ষক বা সহকারী শিক্ষকরা স্থানীয় পেশী শক্তির বলে ঐ প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতের সাথেও জড়িত। বদলী প্রথা চালু হলে এসব দুর্নীতি বন্ধ হবে। সেই সাথে বাড়বে শিক্ষার মান। জাতীয়করণ না হোক বদলী প্রথা চালুর পক্ষে শতকরা ৯৫ ভাগ শিক্ষক। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সব কর্তৃপক্ষ হয়েতো জানেন না, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বছরে কত টাকার স্থানীয় আয় আছে। যার সিংহভাগ লুটপাট করে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা। আবার এমনও প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ঐ মাদরাসার সুপার বা প্রধান শিক্ষক টাকা হাত দিয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না। আমার এ লেখা পড়ে হয়তো অনেক প্রধান শিক্ষক বা সংশ্লিষ্টরা বিরক্ত হবেন। তবে যা সত্যি তাই বললাম। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কিছুটা রদ বদল দরকার। তবেই দুর্নীতি মুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো চলবে।

মো. আ. মান্নান
সুপার- পঞ্চাশী রেজাউল হক কাবেরিয়া দাখিল
সরিষাবাড়ী-জামালপুর